Islami Ain O Bichar
Vol. 16, Issue: 61
January-March, 2020

ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা : বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা এবং বাংলাদেশে সম্ভাব্য প্রয়োগ

External Shariah Audit of Islamic Financial Institutions: Global Experience and Possible Application in Bangladesh

Mezbah Uddin Ahmed*

ABSTRACT

The Islamic financial system in Bangladesh has made much progress over last three-four decades. However, the progress is mainly seen in terms of capturing the market share. At present, the Shariah governance system of Islamic financial institutions in Bangladesh is quite questionable. In line with other countries of the world, various steps may be taken in Bangladesh to strengthen Shariah governance system. One such step would be external Shariah audit. This article aims to explore the possibility of the application of the global experiences of external Shariah audit. This review based descriptively conducted paper proves that inserting external Shariah audit in Islamic financial institutions working in Bangladesh is possible. If an independent third party examines the Shariah compliance issues of Islamic financial institutions and certifies thereby, the confusions would be re-solved, and public confidence would be increased. In addition, the professional advice of the external Shariah auditor would be expected to better the Shariah control system of Islamic financial institutions.

Keywords: Islamic financial institution, external Shariah audit, Shariah governance.

সংক্ষিপ্তসার

গত তিন-চার দশকে ইসলামী অর্থব্যবস্থা বাংলাদেশে অনেক দূর এগিয়েছে। তবে এই এগিয়ে যাওয়াটা মূলত বাজার দখলের দিক থেকে। বর্তমানে বাংলাদেশের ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শরীয়াহ গভর্নেন্স ব্যবস্থা যথেষ্ট প্রশ্নবিদ্ধ। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শরীয়াহ গভর্নেন্স ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য বাংলাদেশেও বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। এমন একটি পদক্ষেপ হচ্ছে

* Mezbah Uddin Ahmed is a researcher in International Shariah Research Academi for Islamic Finance (ISRA), Malaysia, email: mezbah@isra.my

বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা। বৈশ্বিক অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশের ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষার সম্ভাবনা আলোচনা করার উদ্দেশ্যে এ প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। বর্ণনা ও পর্যালোচনামূলক এ প্রবন্ধ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, বাংলাদেশে কর্মরত ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা সম্ভব। একটি স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ দ্বারা ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শরীয়াহ প্রতিপালন বিষয়ে নিশ্চয়তা পাওয়া গেলে বিভিন্ন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের নিরসন হবে এবং জনমনে আস্থা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। এছাড়া বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষকের পেশাদার পরামর্শের ফলে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শরীয়াহ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও উন্নতর হবে বলে আশা করা যায়।

মূলশব্দ: ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা, শরীয়াহ গভর্নেন্স।

ভূমিকা

প্রতিটি ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান শরীয়াহ নিয়ম-নীতি প্রতিপালনে বাধ্য। এটি নিশ্চিত করার চূড়ান্ত দায়িত্ব যদিও প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা পর্ষদের, তবে কার্যত মূল দায়িত্ব পালন করে শরীয়াহ কমিটি। ইসলামী আইনে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা মূলত শরীয়াহ কমিটির সদস্য হন। ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শরীয়াহ প্রতিপালন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে তারা দিক নির্দেশনা দেন। যেমন, ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে কোন বিষয়গুলো শরীয়াহসম্মত এবং কোন বিষয়গুলো নয়, গ্রাহকদের সাথে করা চুক্তিগুলো শরীয়াহসম্মত পদ্ধতিতে সম্পাদন হয়েছে কিনা, কোনো শরীয়াহ বিচ্যুতি থাকলে সমাধানমূলক পদক্ষেপ কি হবে, ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রমে শরীয়াহ প্রতিপালন নিশ্চিত করতে কি কি পদক্ষেপ নিতে হবে, ইত্যাদি। একটি ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শরীয়াহ প্রতিপালনের মান অনেকটাই শরীয়াহ কমিটির সদস্যদের দক্ষতার উপর নির্ভরশীল।

ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গভর্নেন্সে অগ্রসর দেশগুলোতে শরীয়াহ কমিটির ন্যূনতম সংখ্যা মাত্র তিন থেকে পাঁচজন নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন, বাহরাইন, ওমান এবং পাকিস্তানে ন্যূনতম তিনজন এবং মালয়েশিয়াতে ন্যূনতম পাঁচজন থাকার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। AAOIFI গভর্নেন্স স্ট্যান্ডার্ডেও ন্যূনতম তিনজন থাকার কথা বলা হয়েছে। গভর্নেন্সে পিঁছিয়ে থাকা বাংলাদেশে শরীয়াহ কমিটির ন্যূনতম কোনো সংখ্যা নির্ধারণ করা নেই। তারপরেও, Thomson Reuters (2018) প্রতিবেদন অনুযায়ী মালয়েশিয়ার পরে সর্বোচ্চ সংখ্যক শরীয়াহ কমিটি সদস্য আছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশের আটটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকের প্রকাশিত তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, শরীয়াহ কমিটিগুলোতে গড়ে সদস্য আছেন সাতজন।

World Bank / CIBAFI (2017) প্রতিবেদন অনুযায়ী শরীয়াহ কমিটির সদস্য অধিক সংখ্যক থাকার পরেও ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শরীয়াহ গভর্নেন্স ব্যবস্থা দুর্বল হতে পারে। শরীয়াহ কমিটির সদস্যদের বহুমাত্রিক যোগ্যতার অভাব থাকতে পারে এবং বছরে যে কয়বার তাঁরা বৈঠকে মিলিত হন তা হতে পারে

অপ্রতুল। শরীয়াহ গভর্নেন্স রেগুলেশন্সের অনুপস্থিতির ফলেও শরীয়াহ গভর্নেন্স ব্যবস্থা দুর্বল হতে পারে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইসলামী অর্থব্যবস্থা সম্পর্কিত বিভিন্ন আলোচনায় শরীয়াহ কমিটি তথা শরীয়াহ গভর্নেন্স ব্যবস্থায় দুর্বলতার বিষয়টি নিয়মিত উল্লেখ করা হয়। যেমন, তৌফিক আহমেদ চৌধুরী বলেছেন, ইসলামী ব্যাংকগুলোর শরীয়াহ কমিটির সদস্যদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং যোগ্যতার ঘাটতি রয়েছে। মোহাম্মদ আজিজুল হক বলেছেন, শরীয়াহ কমিটির সদস্যদের পেশাদারি মনোভাব দেখানো উচিত এবং এর অনুপস্থিতে ইসলামিক ব্যাংকিং বাস্তবায়ন সম্ভব নয় (The Daily Star, 2017)। Khan et al. (2018) বলেছেন, শরীয়াহ কমিটির অনেক সদস্য দায়িত্ব সম্পর্কে অসচেতন। মোহাম্মদ ইয়াসিন আলী বলেছেন, বাংলাদেশের বেশিরভাগ ইসলামী ব্যাংকে শরীয়াহ নিয়ম প্রতিপালিত হচ্ছে না এবং ইসলামী ব্যাংকগুলো সাধারণ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতি নিজেদের সুবিধায় কাজে লাগাচ্ছে (DhakaTribune, 2017)।

বেশিরভাগ ইসলামী ব্যাংকের শরীয়াহ প্রতিপালন মান ভাল, মো. আলমগীর এমন একটি গবেষণা তথ্য উপস্থাপন করা সত্ত্বেও অনেকে এই তথ্যের বিরোধিতা করেন (Prothom-Alo, 2016)।

বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক আলোচনায় ইসলামী ব্যাংকগুলোর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে দায়ী করে শরীয়াহ কমিটির সীমাবদ্ধতার বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়। যেমন, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে পর্যাপ্ত বা সম্পূর্ণ তথ্য শরীয়াহ কমিটি সদস্যদের সবসময় দেয়া হয় না; বিভিন্নভাবে শরীয়াহ কমিটির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয় এবং শরীয়াহ কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে গাফিলতি করা হয়।

এই থেকে সহজে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিদ্যমান শরীয়াহ গভর্নেন্স ব্যবস্থা এবং এর কার্যকারিতা বিষয়ে অনেকে সন্দেহ এবং নেতিবাচক ধারণা পোষণ করেন। এমন প্রেক্ষাপটে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শরীয়াহ প্রতিপালন শুধু নিশ্চিত করা যথেষ্ট নয়, শরীয়াহ প্রতিপালন সম্পর্কে অন্যদের নিশ্চয়তা প্রদান করাও জরুরি। বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা এই নিশ্চয়তা অর্জনে ভূমিকা রাখতে পারে।

এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা সম্পর্কে একটি ধারণা প্রদান, বিভিন্ন দেশে এটি বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা উপস্থাপন এবং বাংলাদেশে এটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি কর্ম পরিকল্পনা উপস্থাপন।

বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা

Ahmed (2018) বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের মান উন্নয়নে সম্ভাব্য উদ্যোগ হিসেবে মোট ১১ টি প্রস্তাব উপস্থাপন করেন, যার একটি বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা। এটি বিশ্বব্যাপী ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শরীয়াহ গভর্নেন্স ব্যবস্থায় সর্বশেষ সংযোজনাগুলোর একটি। Accounting and Auditing Organization for

Islamic Financial Institutions (AAOIFI) এবং Islamic Financial Services Board (IFSB) এটিকে শরীয়াহ গভর্নেন্স কাঠামোর একটি উপাদান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ নিরীক্ষা প্রচলিত কর্পোরেট গভর্নেন্স ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য উপাদান। একইভাবে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে অভ্যন্তরীণ শরীয়াহ নিরীক্ষা বিদ্যমান থাকার পরেও বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। একটি কার্যকর শরীয়াহ গভর্নেন্স ব্যবস্থায় উভয় নিরীক্ষার উপস্থিতি অপরিহার্য। গুরুত্বের বিবেচনায় AAOIFI অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণ আলাদা স্ট্যান্ডার্ড প্রকাশ করেছে।

AAOIFI এর পাশাপাশি IFSB একাধিক স্ট্যান্ডার্ডে বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষার কথা বলেছে। IFSB অন্তত ১১টি স্ট্যান্ডার্ডে বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষার বিষয়টি উল্লেখ করেছে। এটিকে শরীয়াহ গভর্নেন্সের একটি উপাদান হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার পাশাপাশি একটি ভাল চর্চা বলে উল্লেখ করেছে (UKIFC/ISRA, 2016)।

প্রচলিত কর্পোরেট গভর্নেন্স ব্যবস্থায় অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ নিরীক্ষার মধ্যে যেমন পার্থক্য রয়েছে, ঠিক তেমন পার্থক্য রয়েছে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষার মধ্যে। Chartered Institute of Internal Auditors (CIIA, 2019) প্রচলিত অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ নিরীক্ষার মধ্যকার কিছু পার্থক্য তুলে ধরেছে, যার মধ্যে আছে নিরীক্ষা কার্যক্রমের উদ্দেশ্য, প্রতিবেদনের প্রাপক, কাজের পরিধি, সময় ও পুনরাবৃত্তির হার, মতামতের ধরন, স্বাধীনতা, ইত্যাদিতে ভিন্নতা। একইভাবে AAOIFI প্রকাশিত স্ট্যান্ডার্ডে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষার মধ্যে পার্থক্য ফুটে উঠেছে।

যেমন, AAOIFI প্রদত্ত অভ্যন্তরীণ শরীয়াহ নিরীক্ষার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে:

> Internal Shari'ah audit is a function part of the governance organs of an Islamic Financial Institution (IFI), being independent of management, with the primary objective to provide assurance to those charged with governance and the Shari'ah Supervisory Board (SSB) in relation to the IFI's adherence to the Shari'ah principles and rules. (AAOIFI, 2019, Governance Standard 11 Internal Shari'ah Audit, Para 4)

অভ্যন্তরীণ শরীয়াহ নিরীক্ষা ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গভর্নেন্সের একটি অংশ এবং এটি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ থেকে স্বাধীন। এর মূল উদ্দেশ্য ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গভর্নেন্সের দায়িত্বপ্রাপ্তদের এবং শরীয়াহ কমিটিকে এই মর্মে আশ্বাস প্রদান করা যে প্রতিষ্ঠানটি শরীয়াহ নীতি ও নিয়ম মেনে পরিচালিত হচ্ছে।

আর বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে AAOIFI বলেছে:

External Shari'ah audit is an independent assurance engagement to provide reasonable assurance that an IFI complies with the Shari'ah principles and rules applicable to its financial arrangements, contracts and transactions during a specific period based on a specific set of Shari'ah principles and rules contained in the criteria. (AAOIFI, 2018, Auditing Standard 6 External Shari'ah Audit, Para 8)

বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা হচ্ছে একটি স্বাধীন আশ্বাস প্রদান প্রক্রিয়া, যেখানে নিরীক্ষক এই মর্মে একটি পরিমিত আশ্বাস দেয় যে, ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান একটি নির্দিষ্ট সময়কালে তার আর্থিক ও অনার্থিক বিষয়াদি, চুক্তি এবং লেনদেন প্রযোজ্য শরীয়াহ নীতি ও নিয়ম মেনে পরিচালনা করেছে।

AAOIFI প্রদত্ত সংজ্ঞা থেকে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষার মধ্যে ভিন্নতা দেখা যায়। অভ্যন্তরীণ শরীয়াহ নিরীক্ষা প্রতিবেদনের প্রাপক ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ কর্তৃপক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা প্রতিবেদনের প্রাপকে এমন সীমাবদ্ধতা নেই। এছাড়া অভ্যন্তরীণ শরীয়াহ নিরীক্ষাকে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ থেকে স্বাধীন বলা হচ্ছে, আর বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা প্রক্রিয়াকে বলা হচ্ছে স্বাধীন। এই পার্থক্যটিকে এভাবেও উপস্থাপন করা যায় যে, অভ্যন্তরীণ শরীয়াহ নিরীক্ষক যদিও স্বাধীন ভাবে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তারপরেও প্রতিষ্ঠানের পূর্ণকালীন কর্মী হিসেবে তাদের উপর বিভিন্ন ধরনের চাপ আসতে পারে বা প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কর্মীদের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার ঝুঁকি থাকতে পারে। কিন্তু, প্রতিষ্ঠানের বাহিরের কর্মী হিসেবে বহিঃনিরীক্ষকরা নিরীক্ষা কার্যক্রমের পুরো প্রক্রিয়ায় অধিকতর স্বাধীনতা ভোগ করেন।

তবে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা পাশাপাশি পরিচালনা করতে গিয়ে যেন ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপর অতিরিক্ত বোঝা সৃষ্টি না হয়, সে বিষয়ে Shafii, Abidin, Salleh (2015) সতর্ক করেন। অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা একটি আরেকটির পরিপূরক হিসেবে কাজ করার ব্যাপারে তারা পরামর্শ দেন।

বিভিন্ন দেশে প্রচলিত বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা

বর্তমানে চারটি দেশের ইসলামী ব্যাংকগুলোর জন্য বাৎসরিক বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা বাধ্যতামূলক। দেশগুলো হচ্ছে ওমান, পাকিস্তান, কুয়েত, এবং বাহরাইন। ইসলামী ব্যাংকগুলোর নিজস্ব শরীয়াহ কমিটি এবং অভ্যন্তরীণ শরীয়াহ নিরীক্ষা ব্যবস্থা থাকার পরও তাদের শরীয়াহ প্রতিপালন নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আছে তা দূর করার লক্ষ্যে বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

অন্য দিকে মালয়েশিয়ায় বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা বাৎসরিক ভিত্তিতে বাধ্যতামূলক নয়। তবে দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক চাইলে যে কোনো ইসলামী ব্যাংককে বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষায় বাধ্য করতে পারে।

বর্তমানে বিভিন্ন দেশে পরিচালিত বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা কার্যক্রমের ধরন চিত্র-১ এ তুলে ধরা হল।

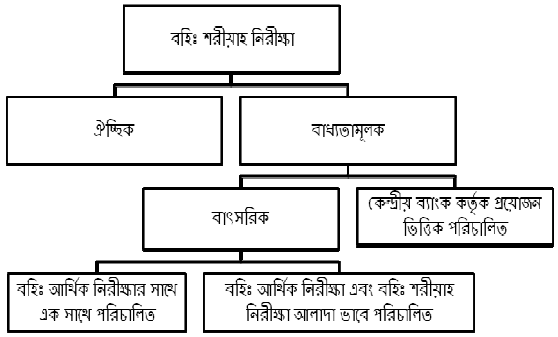

চিত্র-১: বিভিন্ন দেশে পরিচালিত বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা (সূত্র: লেখকের নিজের।)

ওমান, পাকিস্তান, কুয়েত, বাহরাইন এবং মালয়েশিয়ায় বিদ্যমান বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা কার্যক্রমের মূল দিকগুলো নিচে দেয়া হল।

ওমান

বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা বাধ্যতামূলক করার দিক থেকে ওমান কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্য সবার থেকে এগিয়ে আছে। ১৮ ডিসেম্বর ২০১২ Islamic Banking Regulatory Framework (IBRF) জারি করার মাধ্যমে বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। ওমান কেন্দ্রীয় ব্যাংক আশা করছে, এর মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকগুলোর শরীয়াহ প্রতিপালন বিষয়ে জনসাধারণের আস্থা অর্জিত হবে (Central Bank of Oman, 2012)।

IBRF এ উল্লেখিত বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা সম্পর্কিত মূল বিষয়গুলো নিম্নরূপ:

- একটি স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ দ্বারা বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা প্রতি বছর পরিচালিত হবে;
- বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষার উদ্দেশ্য ইসলামী ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ শরীয়াহ নিরীক্ষা কার্যক্রমের গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করা;
- বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষকের কর্মপরিধি অভ্যন্তরীণ শরীয়াহ নিরীক্ষকের মত হবে, যার মধ্যে রয়েছে:
  - ইসলামী ব্যাংকের লেনদেন, চুক্তি এবং সামগ্রিক কার্যক্রমে শরীয়াহ কমিটি কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা মানা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা এবং মূল্যায়ন করা।
  - ইসলামী ব্যাংকে বিদ্যমান শরীয়াহ প্রতিপালন নিশ্চিত ব্যবস্থা এবং তাদের মান ও কার্যকারিতা যাচাই করা।
- শরীয়াহ কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের গ্রহণযোগ্যতা বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষক যাচাই করবে না; শুধু সেগুলোর প্রয়োগ যাচাই করবে।
- বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষক তার প্রতিবেদন ইসলামী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে জমা দিবে এবং প্রতিবেদনের অনুলিপি ইসলামী ব্যাংকের শরীয়াহ কমিটি ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে প্রদান করবে।

পাকিস্তান

২০১৭ সালে পরিচালিত ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক জরিপে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় ব্যাংক সেরা কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে নির্বাচিত হয়। যেসব বিবেচনায় ব্যাংকটি প্রশংসিত হয় তার মধ্যে রয়েছে শরীয়াহ গভর্নেন্স কাঠামোর একটি উপাদান হিসেবে বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষার অন্তর্ভুক্তি (State Bank of Pakistan, 2018)। ০৪ এপ্রিল ২০১৪ শরীয়াহ গভর্নেন্স কাঠামোটি জারি করা হয় (State Bank of Pakistan, 2014)। এতে বাৎসরিক বহিঃ আর্থিক নিরীক্ষা এবং বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা একই সাথে পরিচালনার কথা বলা হয়েছে। তবে বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা কার্যক্রমের পরিধি এবং প্রতিবেদন প্রকাশের ধরন উল্লেখ করা হয়েছে আলাদাভাবে।

শরীয়াহ গভর্নেন্স কাঠামোটিতে উল্লিখিত বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা সম্পর্কিত মূল বিষয়গুলো নিম্নরূপ:

- ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম শরীয়াহ নিয়ম-নীতি মেনে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষক স্বাধীন এবং বস্তুনিষ্ঠভাবে যাচাই করবে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো তাদের কর্মপরিধির অন্তর্ভুক্ত:
  - ইসলামী ব্যাংকের সামগ্রিক শরীয়াহ প্রতিপালন পরিবেশ;
  - শরীয়াহ লঙ্ঘন ঝুঁকিসমূহ;
  - শরীয়াহ লঙ্ঘন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মান এবং সক্ষমতা;
  - শরীয়াহ লঙ্ঘন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় ইসলামী ব্যাংকের নির্বাহী ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনা পর্ষদের সচেতনতা এবং সংবেদনশীলতার মান; এবং
  - অন্য যে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়।
- বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা কার্যক্রম নিম্নোক্ত শরীয়াহ নিয়ম-নীতির আলোকে পরিচালিত হবে:
  - স্টেট ব্যাংক অফ পাকিস্তান কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনাসমূহ
  - স্টেট ব্যাংক অফ পাকিস্তান কর্তৃক গৃহীত AAOIFI শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ডসমূহ
  - স্টেট ব্যাংক অফ পাকিস্তানের শরীয়াহ কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ
  - স্টেট ব্যাংক অফ পাকিস্তান কর্তৃক গৃহীত সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক জারিকৃত আর্থিক হিসাবরক্ষণ স্ট্যান্ডার্ডসমূহ
  - ইসলামী ব্যাংকের শরীয়াহ কমিটির নির্দেশনাসমূহ
- বহিঃনিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানের শরীয়াহ নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় সক্ষম জনবল এবং কর্মপদ্ধতি (methodology) থাকতে হবে। নিরীক্ষক দলের শরীয়াহ নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার সক্ষমতা অর্জনে বহিঃ নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। নিরীক্ষা দলে শরীয়াহ বিশেষজ্ঞ নিয়োগের নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে; তবে শরীয়াহ কমিটি সদস্যরা কোনো বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত হতে পারবে না।

- Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP) বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা প্রণয়নে উদ্যোগ নিতে পারে।
- বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন শরীয়াহ কমিটির কাছে জমা দিতে হবে। এর উপর ভিত্তি করে শরীয়াহ কমিটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার নির্দেশনা দিবে। পর্ষদ নিরীক্ষা কমিটি (Board Audit Committee) এই নির্দেশনার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে। এছাড়া ইসলামী ব্যাংকের শরীয়াহ প্রতিপালন পরিবেশ এবং অবস্থা বিষয়ে শরীয়াহ কমিটি যে প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে তার একটি ভিত্তি হবে বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন।
- বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন পরিচালনা পর্ষদের কাছে জমা দিতে হবে। এর দুইটি অংশ থাকবে: মূল প্রতিবেদন এবং দীর্ঘ প্রতিবেদন। মূল প্রতিবেদনে নিরীক্ষা কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং নিরীক্ষকের সামগ্রিক মতামত থাকবে। দীর্ঘ প্রতিবেদনে নিরীক্ষকের পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশসমূহ থাকবে।
- ইসলামী ব্যাংকের বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের ৪৫ দিনের মধ্যে বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন পাকিস্তান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে জমা দিতে হবে। পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত এই প্রতিবেদন জনসমক্ষে প্রকাশ করা যাবে না।

কুয়েত

২০ ডিসেম্বর ২০১৬ কুয়েত কেন্দ্রীয় ব্যাংক শরীয়াহ গভর্নেন্স বিষয়ক একটি নতুন নির্দেশনা (Shariah Supervisory Governance for Kuwaiti Islamic Banks) জারি করে। আকার এবং মানের দিক থেকে ইসলামী ব্যাংকিং খাতের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির প্রেক্ষাপটে পূর্ববর্তী নির্দেশনাসমূহে পরিবর্তন এনে নতুন এই নির্দেশনা জারি করা হয়। এই নির্দেশনা বাস্তবায়নের ফলে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের উপর গ্রাহকদের আস্থা বৃদ্ধি পাবে, এমনটাই আশা করছে কুয়েত কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Reuters, 2016)। এই নির্দেশনায় শরীয়াহ গভর্নেন্স কাঠামোর তিনটি মূল উপাদানের একটি হিসেবে বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অন্য দুইটি উপাদান হচ্ছে শরীয়াহ কমিটি এবং অভ্যন্তরীণ শরীয়াহ নিরীক্ষা (Kuwait Central Bank, 2016a)।

নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে শরীয়াহ গভর্নেন্স নির্দেশনায় বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

- শরীয়াহ কমিটির সদস্যরা খণ্ডকালীন ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংকে জড়িত থাকেন এবং ব্যাংকের দৈনন্দিন কাজে তাঁরা যুক্ত নন;
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত থাকার ফলে তাদের নিকট যথেষ্ট সময় থাকে না; এবং
- ব্যাংকিং কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের পরিবর্তে তাদের মূল দক্ষতা শরীয়াহ বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণে।

- অতএব, শরীয়াহ নিরীক্ষার পরিবর্তে শরীয়াহ কমিটি সদস্যদের মূল্যবান সময় শরীয়াহ বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যয় হওয়া উত্তম এবং স্বাধীন শরীয়াহ নিরীক্ষার কাজটি বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষক দ্বারা সম্পন্ন করা সম্ভব।

শরীয়াহ গভর্নেন্স নির্দেশনায় উল্লেখিত বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো নিচে উল্লেখ করা হল (Kuwait Central Bank, 2016b):

- ইসলামী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক মনোনয়নের ভিত্তিতে সাধারণ সভায় বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে।
- এক বছরের (নবায়নযোগ্য) চুক্তিতে বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে। পরপর চারবার এই নিয়োগ নবায়ন করা যাবে, যার পরে দুই বছরের বিরতি দিতে হবে।
- বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষক প্রতিষ্ঠানের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতিপত্র থাকতে হবে এবং প্রতিষ্ঠাকাল থেকে অন্তত পাঁচ বছর অতিবাহিত হতে হবে।
- নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় স্বাধীন শরীয়াহ নিরীক্ষক প্রতিষ্ঠানের একটি কর্মপদ্ধতি থাকতে হবে।
- বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষক একই ব্যাংকের অন্য কোনো কাজে যুক্ত হতে পারবে না। যেমন, পরামর্শক, প্রশিক্ষক বা প্রতিনিধি।
- ইসলামী ব্যাংকের সাধারণ সভায় অনুমোদিত আর্থিক এবং অন্যান্য সুবিধার বাহিরে বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষক ওই ব্যাংক থেকে বা তার কোনো সহায়ক প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য কোনো সুবিধা নিতে পারবে না।
- একজন বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষকের ন্যূনতম নিম্নোক্ত যোগ্যতা থাকতে হবে:
  - ইসলামী আইনশাস্ত্রে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা; অথবা
  - অর্থনীতি, অর্থ ব্যবস্থা, প্রশাসন বা আইন বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং সাথে ইসলামী ব্যাংকিং ও শরীয়াহ বিষয়ক পেশাগত যোগ্যতা (উদাহরণস্বরূপ, AAOIFI বা CIBAFI প্রদত্ত স্বীকৃতি); এবং
  - শরীয়াহ নিরীক্ষা কার্যক্রমে অন্তত দুই বছরের অভিজ্ঞতা।
- মানহানিকর বা বিশ্বাস ভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষক হতে পারবে না।
- ইসলামী ব্যাংকিং চুক্তি এবং কার্যক্রমসমূহ শরীয়াহ কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং অনুমোদিত নির্দেশনা অনুযায়ী সম্পাদিত হয়েছে কিনা এবং যদি কোনো বিচ্যুতি থাকে তবে তা নিরসনে ইসলামী ব্যাংক কি ব্যবস্থা নিয়েছে, এই বিষয়গুলো বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষক যাচাই করবে।
- বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষক তার প্রতিবেদন ইসলামী ব্যাংকের সাধারণ সভায় উপস্থাপন করবে এবং এর একটি অনুলিপি শরীয়াহ কমিটির কাছে প্রেরণ করবে।

- বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষকের প্রতিবেদন ইসলামী ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
- ইসলামী ব্যাংক এবং নিরীক্ষক প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রস্তুতিমূলক পর্যাপ্ত সময় দেয়ার লক্ষ্যে বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষার বাধ্যবাধকতা কার্যকর হবে ০১ জানুয়ারি ২০২০ থেকে।

বাহরাইন

বাহরাইন কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত শরীয়াহ গভর্নেন্স কাঠামোতে নূন্যতম যে চারটি উপাদান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার একটি হচ্ছে বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা। অন্য তিনটি উপাদান হচ্ছে শরীয়াহ কমিটি, অভ্যন্তরীণ শরীয়াহ নিরীক্ষা এবং শরীয়াহ সমন্বয় ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া। ২০১৭ সালে বাহরাইন কেন্দ্রীয় ব্যাংক বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তবে এটি বাস্তবায়নে ইসলামী ব্যাংকগুলোকে আনুমানিক দুই বছর সময় প্রদান করা হয়। ২০১৯ সালের ব্যাংকিং কার্যক্রমের উপর প্রথম এই নিরীক্ষা পরিচালিত হবে, যার প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে ২০২০ সালে (Central Bank of Bahrain, 2017a)।

এই বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো নিম্নরূপ (Central Bank of Bahrain, 2017b):

- ইসলামী ব্যাংকগুলো বাৎসরিক ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষক নিয়োগ দিবে। এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমোদন সাপেক্ষে তাদের বহিঃ আর্থিক নিরীক্ষক বা অন্য কোনো বহিঃ নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ দিতে পারবে।
- বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষক দলে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পর্যাপ্ত দক্ষ জনবল থাকতে হবে।
- শরীয়াহ কমিটি সদস্যদের যোগ্যতা মূল্যায়নের কোনো দায়িত্ব বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষক দলের নেই। বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষকের দায়িত্ব শুধু যাচাই করা যে, শরীয়াহ কমিটি সদস্যদের নিয়োগে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত মান অনুসরণ করা হয়েছে কিনা।
- ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রমে নিম্নোক্ত ক্রমের ভিত্তিতে শরীয়াহ নিয়ম-নীতি প্রতিপালিত হয়েছে কিনা বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষক তা যাচাই করবে:
  - বাহরাইন কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনাবলী
  - AAOIFI স্ট্যান্ডার্ডসমূহ
  - কেন্দ্রীয় শরীয়াহ কমিটির নির্দেশনাবলী
  - ইসলামী ব্যাংকের নিজস্ব শরীয়াহ কমিটির নির্দেশনাবলী

- শরীয়াহ কমিটি কর্তৃক গৃহীত নীতি, পদ্ধতি এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার (internal control system) উপস্থিতি এবং তার কার্যকারিতা বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষক যাচাই করবে।
- বর্তমান সেবায় কোনো পরিবর্তন বা নতুন সেবা বাজারে আনার পূর্বে শরীয়াহ নিয়ম-নীতি অনুসরণ নিশ্চিত করা জরুরি। এই ক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষক যাচাই করবে।
- বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষক নমুনার ভিত্তিতে তার কার্যক্রম পরিচালনা করবে।
- বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষক অভ্যন্তরীণ শরীয়াহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবে।
- শরীয়াহ কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশের পূর্বে বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন হতে হবে।
- International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) প্রকাশিত International Standards on Assurance Engagements (ISAE) 3000, Assurance other than Audits or Reviews of Historical Financial Information এর ভিত্তিতে বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে।
- বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষক তাদের মতামত এবং পর্যবেক্ষণ ইসলামী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ এবং শরীয়াহ কমিটিকে অবহিত করবে।
- বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন জনসম্মুখে প্রকাশ করতে ইসলামী ব্যাংকগুলো বর্তমানে বাধ্য নয় ।

মালয়েশিয়া

বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা মালয়েশিয়াতে নিয়মিত বা বাধ্যতামূলক নয়। তবে সুসংগঠিত শরীয়াহ গভর্নেন্স কাঠামো যে কয়টি দেশে বিদ্যমান তার অন্যতম একটি মালয়েশিয়া। এখানে ইসলামী ব্যাংকিং (১৯৮৩) এবং বীমা/তাকাফুল (১৯৮৪) কার্যক্রমের শুরু থেকেই পৃথক আইন আছে, এবং ২০১৩ সালে একটি নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শরীয়াহ গভর্নেন্স ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করা হয়েছে। ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে শরীয়াহ প্রতিপালন নিশ্চিত করার বিষয়ে এই আইনে এতটাই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে, যে কোনো বিচ্যুতির ফলাফল হতে পারে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির সর্বোচ্চ আট বছরের জেল অথবা ২৫ মিলিয়ন রিঙ্গিত (আনুমানিক ৫১ কোটি টাকা) জরিমানা অথবা উভয়ই (Islamic Financial Services Act, 2013)।

এই আইনে উল্লেখিত ধারা অনুযায়ী, মালয়েশিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক চাইলে যে কাউকে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শরীয়াহ নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিতে পারবে। তবে এই নিরীক্ষা কার্যক্রমের ব্যয়ভার ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান বহন করবে। বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষক তার প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে জমা দিবে।

এই আইনের পাশাপাশি ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো Shariah Governance Framework 2010 এ উল্লেখিত নির্দেশাবলী পালনে বাধ্য। এতে নিয়মিত অভ্যন্তরীণ শরীয়াহ পর্যালোচনার (Shariah review) পাশাপাশি বাৎসরিক শরীয়াহ নিরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের সকল কার্যক্রম এই নিরীক্ষা কর্মপরিধির অন্তর্ভুক্ত, যার মধ্যে রয়েছে: আর্থিক প্রতিবেদন, সাংগঠনিক কাঠামো, প্রক্রিয়া, তথ্য প্রযুক্তি, জনবল এবং শরীয়াহ গভর্নেন্স প্রক্রিয়ার পর্যাপ্ততা। ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক দল এই নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে অথবা বহিঃ নিরীক্ষক নিয়োগ দিতে পারবে। শরীয়াহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্ষদ নিরীক্ষা কমিটি এবং শরীয়াহ কমিটির কাছে জমা দিতে হবে এবং শরীয়াহ প্রতিপালনে যেকোনো বিচ্যুতি পরিচালনা পর্ষদ এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংককে অবহিত করতে হবে (Bank Negara Malaysia, 2010)।

মালয়েশিয়ায় কঠোর অভ্যন্তরীণ শরীয়াহ গভর্নেন্স ব্যবস্থা থাকার পরেও ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের স্ব-প্রণোদিত হয়ে বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষক নিয়োগ দেয়ার উদাহরণ আছে (UKIFC/ISRA, 2016)। উইন্ডো-ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকিং আছে, এমন কয়েকটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানও বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষক নিয়োগ দিয়েছে। যে সকল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে: স্বাধীন ও দক্ষ নিরীক্ষা দল কর্তৃক বিদ্যমান শরীয়াহ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পর্যাপ্ততা যাচাই; বহিঃনিরীক্ষকের নতুন চিন্তার সমন্বয়ে বিদ্যমান শরীয়াহ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উন্নতর করা; এবং সর্বোপরি ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শরীয়াহ প্রতিপালন বিষয়ে বাড়তি নিশ্চয়তা অর্জন।

বাংলাদেশে বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং সম্ভাবনা

বাংলাদেশ মাত্র দশটি দেশের একটি, যেখানে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের বাজার উপস্থিতি ২০ শতাংশ ছাড়িয়েছে (IFSB, 2018)। ইসলামী বীমা বা তাকাফুলের উপস্থিতিও এখানে তাৎপর্যপূর্ণ। তারপরেও এখানে ইসলামী ব্যাংকিং, তাকাফুল বা ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার জন্য নির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করা হয়নি; কোনো নিয়ন্ত্রক সংস্থা (regulatory body) কর্তৃক শরীয়াহ গভর্নেন্স কাঠামো জারি করা হয়নি; এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থা পর্যায়ে কোনো শরীয়াহ কমিটি গঠন করা হয়নি। ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে শরীয়াহ প্রতিপালন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যেখানে অন্যান্য অনেক দেশ বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে, এমনকি অতীতে নেয়া উদ্যোগে পরিবর্তন এনে উন্নতর করেছে, সেখানে বাংলাদেশের অবস্থা খুবই নিষ্ক্রিয়। সংবাদ প্রতিবেদনে এমন মন্তব্যও এসেছে যে, ইসলামী ব্যাংকিং খাত নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণে বাংলাদেশ ব্যাংকের সক্ষমতার অভাব আছে, যার ফলে নতুন ইসলামী ব্যাংকের অনুমোদন দিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকটি আগ্রহী নয় (The Daily Star, 2017)।

নভেম্বর ২০০৯-তে বাংলাদেশ ব্যাংক Guidelines for Conducting Islamic Banking প্রকাশ করে। এতে ইসলামী ব্যাংকের শরীয়াহ প্রতিপালন নিশ্চিত করার

জন্য পরিচালনা পর্ষদকে দায়িত্ব দেয়া হয় এবং বলা হয় তাঁরা চাইলে একটি স্বাধীন শরীয়াহ কমিটি প্রতিষ্ঠা করতে পারবে (Bangladesh Bank, 2009)। তবে পরিচালনা পর্ষদ বা শরীয়াহ কমিটি ঠিক কোন পদ্ধতি অনুসরণ করে ইসলামী ব্যাংকের শরীয়াহ প্রতিপালন নিশ্চিত করবে বা এই ক্ষেত্রে তাদের কর্মপদ্ধতি বা কর্মপরিধি কি হবে এই সংক্রান্ত কোনো নির্দেশনা Guidelines-টিতে দেয়া হয়নি। অভ্যন্তরীণ শরীয়াহ নিরীক্ষা বা আধুনিক শরীয়াহ গভর্নেন্স ব্যবস্থার অন্য কোনো উপাদান এই Guidelines-এ স্থান পায়নি। ইসলামী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত শরীয়াহ কমিটি সদস্যদের স্বাধীনতা কিভাবে নিশ্চিত করা হবে, সে বিষয়েও কোনো দিকনির্দেশনা দেয়া হয়নি।

বিদ্যমান কাঠামোয় ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শরীয়াহ প্রতিপালন বিষয়টি বহিঃ আর্থিক নিরীক্ষা বা বাংলাদেশ ব্যাংক নিরীক্ষা কর্মপরিধির অন্তর্ভুক্ত নয়। অর্থাৎ ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শরীয়াহ প্রতিপালন বিষয়ে কোনো স্বাধীন তৃতীয় পক্ষের পর্যালোচনা, নিরীক্ষা বা মতামত বর্তমানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

এমতাবস্থায় বলা যায় যে, বাংলাদেশের ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্বপ্রণোদিত শরীয়াহ গভর্নেন্স কাঠামো বিদ্যমান। এই কাঠামোর মধ্যে মূলত রয়েছে শরীয়াহ কমিটি এবং অভ্যন্তরীণ শরীয়াহ নিরীক্ষা। কোনো বাধ্যবাধকতার মধ্যে এগুলো পরিচালিত না হওয়ার ফলে এদের প্রয়োগে রয়েছে ভিন্নতা। অর্থাৎ, সবার মান সমান নয়।

কোন ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শরীয়াহ গভর্নেন্স কাঠামো ভাল এবং কোন প্রতিষ্ঠানের দুর্বল, তা স্বাধীনভাবে নির্ণয়ের অনুশীলন বর্তমানে নেই। ভাল এবং দুর্বলের বিভাজন নির্ণয় করা সাধারণ মানুষের পক্ষেও সম্ভব হয় না। যার ফলে শরীয়াহ গভর্নেন্স কাঠামোতে তুলনামূলক ভাল অবস্থানে আছে এমন প্রতিষ্ঠানকেও তুলনামূলক খারাপ অবস্থানে থাকা প্রতিষ্ঠানের সমালোচনার ভাগিদার হতে হয়।

ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শরীয়াহ প্রতিপালনের মান নিয়ে সন্দেহ-সমালোচনা বাংলাদেশেই একমাত্র বা প্রথম নয়। অন্যান্য দেশও একই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছে। এই অবস্থার নিরসনে শরীয়াহ গভর্নেন্স ব্যবস্থায় এগিয়ে থাকা দেশগুলো বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। তারা অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করেছে। একইভাবে বাংলাদেশের ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো শরীয়াহ গভর্নেন্স ব্যবস্থা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে পারে, যার একটি হচ্ছে বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা। একটি স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ দ্বারা পরিচালিত বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শরীয়াহ প্রতিপালন বিষয়ে আস্থা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা বাংলাদেশে বাস্তবায়ন

নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলোর মাধ্যমে বাংলাদেশে বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা বাস্তবায়ন করা যেতে পারে:

১. **সচেতনতা বৃদ্ধি :** বাংলাদেশ ব্যাংক বা অন্য কোনো নিয়ন্ত্রক সংস্থার বাধ্যবাধকতার অনুপস্থিতে বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা বাংলাদেশে বাস্তবায়ন সম্ভব শুধুমাত্র যদি ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো স্ব-প্রণোদিত হয়ে উদ্যোগ নেয়। এজন্য প্রয়োজন ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা বিষয়ক সচেতনতা এবং এর গুরুত্ব উপলব্ধি।

গ্রাহক পর্যায়েও সচেতনতা জরুরি। তাঁরা আর্থিক কার্যক্রমে প্রাধান্য দেয়ার মাধ্যমে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। অর্থাৎ তাঁরা সে সব ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে প্রাধান্য দিবে যাদের কার্যক্রম এবং শরীয়াহ প্রতিপালন ব্যবস্থা বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষক দ্বারা যাচাই করা হয়েছে।

২. **ভুল ধারণা দূরীকরণ:** বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা সম্পর্কে কেউ কেউ ভুল ধারণা পোষণ করেন, যা দূর করা প্রয়োজন। যেমন, Amin (2016) বলেছেন, বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা বাস্তবায়িত হলে শরীয়াহ কমিটির আর প্রয়োজন নেই। এই মতের স্বপক্ষে তিনি যুক্তি দিয়েছেন যে, শরীয়াহ কমিটি স্বাধীন ভাবে কাজ করে এবং ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শরীয়াহ প্রতিপালন বিষয়ে তাদের মতামত বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাঁর মতে, বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষকের মতামত যদি শরীয়াহ কমিটির মতামত থেকে ভিন্ন হয়, তবে তা ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শরীয়াহ প্রতিপালন বিষয়ে একটি বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে।

ইতঃপূর্বে বর্ণিত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান যে, বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা সম্পর্কে Amin (2016) এর ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ শরীয়াহ কমিটি এবং বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষকের কর্মপরিধি ভিন্ন। ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোনো বিষয়ে শরীয়াহ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব শরীয়াহ কমিটির; বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষকের নয়। বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষকের দায়িত্ব হচ্ছে, শরীয়াহ কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা তা যাচাই করা। শরীয়াহ কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্তের গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণ বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষকের কর্মপরিধির মধ্যে পড়ে না। সুতরাং, কোনো শরীয়াহ সিদ্ধান্ত নিয়ে শরীয়াহ কমিটি এবং বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষকের মতামত ভিন্ন হওয়ার সুযোগ নেই।

৩. **বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান:** বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য আলাদা নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যেতে পারে অথবা প্রয়োজনীয় জনবল নিশ্চিত করে বিদ্যমান হিসাবরক্ষক এবং নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ইসলামী ব্যাংকিং ও শরীয়াহ বিশেষজ্ঞদের সাথে যোগ দিয়ে এই সেবা দিতে পারে। কোন কোন প্রতিষ্ঠান বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে তার একটি তালিকা বাংলাদেশ ব্যাংক বা Central Shariah Board for Islamic Banks of Bangladesh (CSBIB) প্রকাশ করতে পারে। নিরীক্ষা কার্যক্রমের গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য নিরীক্ষক প্রতিষ্ঠানের সুনাম থাকতে হবে।

৪. **বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষকের যোগ্যতা:** বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষক শরীয়াহ বিষয়ক সিদ্ধান্ত নেন অথবা শরীয়াহ কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্তের গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করেন, এমন ভুল ধারণার উপর ভিত্তি করে কেউ কেউ দাবি করেন যে, শরীয়াহ নিরীক্ষা দলে শুধুমাত্র শরীয়াহ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরাই থাকতে পারবে। অথচ যেসব দেশে বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে সে দেশগুলোর কোনোটিতে এবং AAOIFI ও IFSB স্ট্যান্ডার্ডসমূহে বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষক দলে শুধুমাত্র শরীয়াহ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ থাকার কোনো বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়নি।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষক দল গঠিত হতে পারে। নিরীক্ষা কার্যক্রম যেহেতু পেশাদার দক্ষতার বিষয়, নিরীক্ষক দলে পেশাদার নিরীক্ষক থাকতে পারে। ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমের দুর্বল দিকগুলো যেন সহজে চিহ্নিত করা যায়, এজন্য নিরীক্ষা দলে থাকতে পারে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কাজের দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি। শরীয়াহ কমিটির সিদ্ধান্তগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা নিশ্চিত করার জন্য থাকতে পারে শরীয়াহ আইনে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের হিসাবরক্ষণে এবং আর্থিক প্রতিবেদনে শরীয়াহ ভিত্তিক সেবা সঠিক ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করতে থাকতে পারে পেশাদার হিসাবরক্ষক। তথ্যপ্রযুক্তিতে শরীয়াহ নিয়ম-নীতি নিশ্চিত করার জন্য থাকতে পারে তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ ব্যক্তি। বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষক দলে অন্যান্য যোগ্যতা এবং দক্ষতার জনবল থাকতে পারে যারা বিভিন্ন ভাবে নিরীক্ষা কার্যক্রমের মান উন্নত করবে। তবে প্রত্যেকের ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা সম্পর্কে যুগোপযোগী জ্ঞান থাকতে হবে এবং প্রত্যেককে উচ্চ নৈতিকতা ও পেশাদার মনোভাবের অধিকারী হতে হবে।

৫. **নিরীক্ষা কর্ম পরিকল্পনা এবং কর্মসূচি:** বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা কার্যক্রমের গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য প্রতিষ্ঠিত কর্ম পরিকল্পনা (audit plan) এবং কর্মসূচি (audit program) থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিরীক্ষা কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নে AAOIFI Auditing Standard 6 External Shariah Audit অনুসরণ করা যেতে পারে।

নিরীক্ষা পরিধির উপর ভিত্তি করে নিরীক্ষা কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে। প্রতিষ্ঠিত শরীয়াহ নিয়ম-নীতির আলোকে (যেমন, AAOIFI শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ড বা CSBIB এর সিদ্ধান্তসমূহ) নিরীক্ষা কর্মসূচি প্রণয়ন করা যেতে পারে, যা পরবর্তীতে নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার সময় ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শরীয়াহ কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমন্বয় করা যেতে পারে।

৬. **শরীয়াহ ঝুঁকি নির্ণয়ের মাপকাঠি:** বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শরীয়াহ ঝুঁকি নির্ণয়ের একটি মাপকাঠি থাকতে হবে। বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা শেষে নিরীক্ষক দল তাদের পর্যবেক্ষণের একটি তালিকা প্রস্তুত করবে এবং নির্দিষ্ট মাপকাঠির ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণগুলোর শরীয়াহ ঝুঁকি নির্ধারণ করবে। উদাহরণস্বরূপ, শরীয়াহ বিচ্যুতি হয়েছে বা হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে, এমন

পর্যবেক্ষণ উচ্চ ঝুঁকি বলে বিবেচিত হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে শরীয়াহ বিচ্যুতির ভয় নেই, কিন্তু কোনো প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ না নিলে ভবিষ্যতে শরীয়াহ বিচ্যুতি হতে পারে, এমন পর্যবেক্ষণ মধ্যম ঝুঁকি বলে বিবেচিত হবে। শরীয়াহ বিচ্যুতির আপাত কোনো সম্ভাবনা নেই, কিন্তু উন্নত মানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ নিলে ভাল হয়, এমন পর্যবেক্ষণ নিম্ন ঝুঁকি বলে বিবেচিত হবে।

৭. **নিয়মিত বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা:** যেহেতু কোনো নিয়ন্ত্রক সংস্থার বাধ্যবাধকতা নেই, বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা বাৎসরিক ভিত্তিতে হতে পারে অথবা একাধিক বছরে একবার হতে পারে। এটি নির্ভর করবে ইসলামী ব্যাংকের নীতিনির্ধারকদের সিদ্ধান্তের উপর। তবে অভ্যন্তরীণ আর্থিক নিরীক্ষা যেমন একটি নিয়মিত বাৎসরিক কার্যক্রম, বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষাও নিয়মিত প্রতি বছর হওয়াটা সংগতিপূর্ণ হবে। ওমান, পাকিস্তান, কুয়েত এবং বাহরাইন বাৎসরিক ভিত্তিতে বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে। বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা কার্যক্রম হতে পারে বাৎসরিক আর্থিক নিরীক্ষার সাথে একসাথে অথবা আলাদা ভাবে।

৮. **বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষকের কর্মপরিধি:** ইসলামিক ব্যাংকিং কার্যক্রমে শরীয়াহ গভর্নেন্স নিশ্চিত করার দায়িত্ব ব্যাংক ব্যবস্থাপনার বা পরিচালনা পর্ষদের। বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা দলের দায়িত্ব হচ্ছে শুধুমাত্র ব্যাংকের কার্যক্রম নিরীক্ষা করে একটি মতামত দেয়া যে, ব্যাংক শরীয়াহ মেনে তার কার্যক্রম পরিচালনা করছে কিনা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আরো ভালো করা দরকার। এক্ষেত্রে বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষার মূল ভিত্তি হতে পারে ইসলামিক ব্যাংকের নিজস্ব শরীয়াহ কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ।

যদি কোনো বিষয়ে শরীয়াহ কমিটির সিদ্ধান্ত অনুপস্থিত থাকে, তাহলে শরীয়াহ কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে AAOIFI বা অন্য কোনো গ্রহণযোগ্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সিদ্ধান্তসমূহের ভিত্তিতে বহিঃনিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে। শরীয়াহ কমিটির সিদ্ধান্তের অনুপস্থিতিতে বিকল্প কি হবে তা বহিঃনিরীক্ষকের নিয়োগপত্রে উল্লেখ থাকাটা বাঞ্ছনীয়।

বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা দল নিজেরা কোনো শরীয়াহ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত দেয়া থেকে বিরত থাকবে। তবে তাঁরা শরীয়াহ কমিটি প্রদত্ত সিদ্ধান্তের পর্যাপ্ততা যাচাই করতে পারে এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ দিতে পারে। এছাড়া ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান শরীয়াহ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও তার কার্যকারিতা তাঁরা পর্যালোচনা করবে এবং উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সুপারিশ দিবে।

অপ্রত্যাশিত বিতর্ক এড়াতে এবং কার্যকর কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্যে বহিঃ নিরীক্ষা দলের কর্মপরিধি নিরীক্ষা কার্যক্রম শুরুর পূর্বেই নির্ধারণ করতে হবে। অর্থাৎ, কোন কোন বিষয় নিরীক্ষা কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং কোন কোন নির্দেশনা বা সিদ্ধান্তের বিপরীতে নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হবে, তা নিরীক্ষা কার্যক্রম শুরুর পূর্বেই চূড়ান্ত করতে হবে।

৯. **বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা প্রতিবেদনঃ** অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শরীয়াহ কমিটি এবং পরিচালনা পর্ষদের কাছে জমা দিতে হবে। এটি প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনের অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা তা নির্ভর করবে পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তের উপর। তবে নিদেনপক্ষে শরীয়াহ কমিটি প্রতিবেদনের একটি ভিত্তি হতে পারে বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন। একটি বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা প্রতিবেদনে কি কি বিষয় উল্লেখ থাকা উচিত তার একটি বর্ণনা AAOIFI Auditing Standard 6 External Shari'ah Audit এ দেয়া হয়েছে।

বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষার অন্যান্য সম্ভাবনা

বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষার সম্ভাবনা শুধুমাত্র ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেরও বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা হতে পারে। মূলত তিনটি বিবেচনায় বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা সেবা নিতে পারে:

১. **ধর্মীয় বিবেচনাঃ** ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শরীয়াহ নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে পালিত হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানের মালিক বা শেয়ারহোল্ডারগণ আগ্রহী হতে পারেন। বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষক শরীয়াহ প্রতিপালন বিষয়ক নিশ্চয়তা দিতে পারেন অথবা কোনো বিচ্যুতি থাকলে তা প্রতিকারে পরামর্শ দিতে পারেন।

২. **অর্থায়নের প্রয়োজনেঃ** ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো নীতিগতভাবে শুধুমাত্র শরীয়াহ সম্মত কারবারে অর্থায়ন করে। এমন প্রেক্ষাপটে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে আগ্রহী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষক নিয়োগ দিতে পারে। এটি বাস্তবায়নে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন; অর্থাৎ অর্থায়নের পূর্বশর্ত হিসেবে বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা বাধ্যতামূলক করতে পারে।

৩. **অর্থায়নের ব্যবহারঃ** সুকুক ইস্যু করে অথবা ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন নিয়ে প্রাপ্ত অর্থ শরীয়াহ সম্মত খাতে এবং শরীয়াহ সম্মতভাবে ব্যবহার হচ্ছে কিনা তা বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা দ্বারা নিশ্চিত হওয়া সম্ভব। এই ক্ষেত্রে সুকুক ইস্যু বা অর্থায়নের পূর্বে এবং পরে (নির্দিষ্ট সময়ের বিরতিতে) বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে।

উপসংহার

শরীয়াহ গভর্নেন্সের বিভিন্ন উপাদান শরীয়াহ প্রতিপালন নিশ্চিত করে, আর বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা অন্যদের এই সম্পর্কে নিশ্চয়তা প্রদান করে। অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষার ফলে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শরীয়াহ প্রতিপালন বিষয়ে জনমনে আস্থা বৃদ্ধি পাবে। তবে এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, একটি কার্যকর শরীয়াহ গভর্নেন্স কাঠামোতে বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা শুধুমাত্র একটি উপাদান। এর সুফল পেতে হলে অন্যান্য উপাদানেরও সক্রিয় উপস্থিতি থাকতে হবে।

এছাড়া খেয়াল রাখা জরুরী যে, বহিঃশরীয়াহ নিরীক্ষা কার্যক্রমের উদ্দেশ্য যেন কাউকে শাস্তি দেয়া না হয়, যদি না কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে দায়িত্বে অবহেলা করে বা দুর্নীতিতে লিপ্ত হয়। এই নিরীক্ষা কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, শরীয়াহ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উন্নতর করা এবং ইসলামী আর্থিক কার্যক্রমে কোনো ভুল ধরা পড়লে তা সংশোধন করা, ভুল যেন আবার না হয় সে লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেয়া এবং শরীয়াহ প্রতিপালন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যেসব বাস্তব প্রতিবন্ধকতা আছে তা চিহ্নিত করে সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করা।

Bibliography

AAOIFI. (2015). Governance Standard No. (1): Shari'ah Supervisory Board: Appointment, Composition and Report. In AAOIFI, Accounting, Auditing and Governance Standards (pp. 881-894). Manama: AAOIFI.

AAOIFI. (2018). Auditing Standard 6 External Shari'ah Audit. Manama: AAOIFI.

AAOIFI. (2019). Governance Standard 11 Internal Shari'ah Audit. Manama: AAOIFI.

Ahmed, M. (2018). Islamic Banking in Bangladesh A Proposal for Improvement. Islami Ain O Bichar, 14(53), 73-94.

Amin, M. (2016, December 14). Introducing external Shariah audit requires abolishing the Shariah Supervisory Board. Islamic Finance News, 13(50). Retrieved July 15, 2019, from https://www.islamicfinancenews.com/retaining-an-independent-shariah-supervisory-board-is-incompatible-with-an-external-shariah-audit.html

Bangladesh Bank. (2009). Guidelines for Islamic Banking. Dhaka: Bangladesh Bank. Retrieved July 23, 2019, from https://www.bb.org.bd/aboutus/regulationguideline/islamicbanking/islamicguide.php

Bank Negara Malaysia. (2010). Shariah Governance Framework for Islamic Financial Institutions. Bank Negara Malaysia.

Central Bank of Bahrain. (2017). SG-5 Independent External Shari'a Compliance Audit. Retrieved July 16, 2019, from Central Bank of Bahrain:http://cbb.complinet.com/cbb/display/display_viewall.html?rbid=1821&element_id=10293

Central Bank of Bahrain. (2017, September 8). Issuance of the new Shari'a Governance Module. Retrieved July 16, 2019, from Central Bank of Bahrain: http://cbb.complinet.com/net_file_store/new_rulebooks/e/d/EDBS_KH_Issuance_of_the_new_Sharia_Governance_Module_9_August_2017.pdf

Central Bank of Oman. (2012, December 18). Islamic Banking Regulatory Framework. Retrieved July 22, 2019, from Central Bank of Oman: https://cbo.gov.om/Pages/IslamicBankingRegulatoryFramework.aspx

Chartered Institute of Internal Auditors. (2019). Position paper: Internal audit's relationship with external audit. Chartered Institute of Internal Auditors.

DhakaTribune. (2017, October 30). The ÔflexibleÕ Shariah practice of Islamic banking in Bangladesh. Retrieved July 16, 2019, from DhakaTribune: https://www.dhakatribune.com/business/banks/2017/10/30/flexible-shariah-practice-islamic-banking-bangladesh/

IFSB. (2018). Islamic Financial Services Stability Report 2018. Kuala Lumpur: Islamic Financial Services Board.

Islamic Financial Services Act. (2013). Laws of Malaysia. Retrieved July 23, 2019, from http://www.bnm.gov.my/documents/act/en_ifsa.pdf

Khan, I., Rahman, N., Yusoff, M., Nor, M., & Noordin, K. (2018). A narrative on Islamic insurance in Bangladesh: problems and prospects. International Journal of Ethics and Systems, 34(2), 186-199.

Kuwait Central Bank. (2016). Shariah Supervisory Governance for Kuwaiti Islamic Banks. Kuwait Central Bank. Retrieved July 17, 2019, from http://www.cbk.gov.kw/en/images/Governance-Instruction-Islamic-Banks---AR-11-122719-1-10-122719-3.pdf

Kuwait Central Bank. (2016, December 20). Press Release Regarding Shariah Supervisory Governance for Kuwaiti Islamic Banks. Retrieved July 17, 2019, from Kuwait Central Bank: http://www.cbk.gov.kw/en/images/Shariah-Governance-Islamic-Banks-10-122718-2.pdf

Prothom-Alo. (2016, December 1). Bmjvwg e¨vswKs ïay bv‡g. Retrieved July 16, 2019, from Prothom-Alo: https://www.prothomalo.com/economy/article/1031179

Reuters. (2016, December 22). Kuwait's central bank fine-tunes governance of Islamic banks. Retrieved July 17, 2019, from Reuters:https://www.reuters.com/article/islamic-finance-kuwait/kuwaits-central-bank-fine-tunes-governance-of-islamic-banks-idUSL5N1EG07M

SBP. (2018). Shari'ah Governance Framework for Islamic Banking Institutions. State Bank of Pakistan.

Shafii, Z., Abidin, A., & Salleh, S. (2015). Integrated Internal-External Shariah Audit Model: A Proposal Towards the Enhancement of Shariah Assurance Practices in Islamic Financial Institutions. Islamic Research Training Institute (IRTI).

State Bank of Pakistan. (2014, April 4). IBD Circular No. 03 of 2014. Retrieved July 22, 2019, from State Bank of Pakistan: http://www.sbp.org.pk/ibd/2014/C3.htm

State Bank of Pakistan. (2018, January 10). State BankÕs efforts lauded globally – Voted as the Best Central Bank for Promoting Islamic Finance. Retrieved July 22, 2019, from State Bank of Pakistan: http://www.sbp.org.pk/press/2018/Pr-Edbiz-UK-10-Jan-18.pdf

The Daily Star. (2017, June 9). Islamic banking growing rapidly. Retrieved July 16, 2019, from The Daily Star: https://www.thedailystar.net/business/banking/islamic-banking-growing-rapidly-1417531

The Daily Star. (2017, September 18). BB not giving new Islamic banking licences. Retrieved July 23, 2019, from The Daily Star: https://www.thedailystar.net/business/banking/bb-not-giving-new-islamic-banking-licences-1463608

Thomson Reuters. (2018). Islamic Finance Development Report 2018. SalaamGateway.com.

UKIFC/ISRA. (2016). External Shari'ah Audit Report. London and Kuala Lumpur: UKIFC/ISRA.

World Bank / CIBAFI. (2017). Corporate Governance Practices in Islamic Banks 2017. Manama and Washington: General Council for Islamic Banks and Financial Institutions and The World Bank Group.